জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড বিভীষণ মাহাতো কিডনির গুরুতর সমস্যা নিয়ে প্রথমে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ ও পরে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই তিনি ২৪ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। এই দুঃসংবাদ পাওয়ার পর দলের কর্মীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে মাল্যদান করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান।

কমরেড মাহাতো প্রথম জীবনে সিপিআই(এম)-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে এসইউসিআই(সি) দলের সাথে যোগাযোগ হওয়ার পর এই উদার প্রকৃতির নির্লোভ মানুষটি বাস্তব জীবনের উপলব্ধির মধ্য দিয়েই এই দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তী দিনগুলিতে নিষ্ঠার সঙ্গে দলের কাজ করে গেছেন। বয়সের ভার নিয়েও দলের প্রায় প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবার চেষ্টা করতেন। দলের শিক্ষাকে তিনি তাঁর উপলব্ধি অনুযায়ী সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি পার্টি সেন্টারের প্রতিটি কমরেডের নিয়মিত খোঁজ রাখতেন। প্রবীণ বয়সেও গ্রাম থেকে সাইকেলে চেপে প্রতিটি কর্মসূচিতে যোগ দিতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে খাতড়া পার্টি অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়।

১৭ এপ্রিল খাতড়া ধীবর সমিতি হলে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কমরেডস অসিত মণ্ডল, দিলীপ কুণ্ডু, লক্ষ্মী সরকার, তন্ময় মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল, তারাশঙ্কর গোপ প্রমুখ।

কমরেড বিভীষণ মাহাতো লাল সেলাম

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ত্রিপুরার গোমতী জেলা সাংগঠনিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সাধন দাস সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ৭ জুলাই আগরতলার জি বি পি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। ১৯৮৭ সালে তিনি দলের বৈপ্লবিক আদর্শ ও চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। তারপর থেকে গোমতী জেলায় সংগঠন গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি পরিবারের সদস্যদেরও দলের সাথে যুক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যান। দারিদ্র ও অন্যান্য প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি দলের কাজে সক্রিয় ছিলেন। গোমতী নদীর উপর সেতু নির্মাণের দাবির আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড সাধন দাসের মৃত্যুতে দলের অফিসগুলির পতাকা অর্ধনমিত করা হয় এবং নেতা-কর্মীরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন। কমরেড সাধন দাসের মরদেহ রাজ্য অফিসে নিয়ে এলে সেখানে পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করেন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড শিবানী দাস। রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক, সদস্য কমরেড মলিন দেববর্মা, আগরতলা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী, গোমতী জেলা সম্পাদক কমরেড বিভূলাল দে, উত্তর জেলা সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী, এম এস এস রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড শুক্লা চক্রবর্তী, ডি ওয়াই ও রাজ্য সভাপতি কমরেড ভবতোষ দে, ডি এস ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড মৃদুল কান্তি সরকার ও অন্যান্যরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড সাধন দাস লাল সেলাম